প্রথম আলো

তারিখ ... NOV 10 2006 ...
পৃষ্ঠা ১০ কলাম ৭ ......

ণক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পরিচালনা পরিষদ

াংসদদের সভাপতি করার বিধান বাদ দিতে হবে

লমাটিয়া মহিলা কলেজের অধ্যক্ষ কর্নেল (অব.) মোশাররফ হোসেনের যে পরিণতি হওয়ার কথা ছি ষ পর্যন্ত তা-ই হয়েছে। কারণ তার নিয়োগের ক্ষেত্রে কোনো নিয়মনীতি মানা হয়নি। এলাকা এনপিদলীয় সাবেক সাংসদ খন্দকার মাহবুবউদ্দিন আহমাদ কার্যত গায়ের জোরে তার পছন্দের এ বসরপ্রাপ্ত সেনা কর্মকর্তাকে নিয়োগ দিয়েছিলেন।

এই নিয়োগ নিয়ে শুরু থেকেই বিরোধিতা ছিল। কিন্তু কলেজ পরিচালনা পরিষদের সভাপতি হিসে কারদলীয় স্থানীয় সাংসদ সবকিছুই উপেক্ষা করেছেন। এখন সংসদ সদস্যপদ যাওয়ার পর ও নি লর ক্ষমতার মেয়াদ শেষ হওয়ার পর তার নিয়োগ দেওয়া অধ্যক্ষকে বিদায় নিতে হলো লাঞ্ছিত হয়ে ষ্ট মাঝখানে দীর্ঘ মাস তিনেক সময় ব্যাহত হলো কলেজটির নিয়মিত পড়ালেখা। এই পুরো ঘটনা া এলাকার সাবেক সাংসদ খন্দকার মাহবুবউদ্দিনকে নিতে হবে। তার জোরজবরদস্তিমূলক আচরণ মনীতি লঙ্ঘনের কারণে ঢাকা শহরের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ এই লালমাটিয়া মহিলা কলেজের শিক্ষ র্যক্রম ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে স্থানীয় সাংসদদের কর্তৃত্ব দেশের শিক্ষাব্যবস্থাকে ক্ষতিগ্রস্ত করছে। বর্তমা ান অনুযায়ী স্থানীয় সাংসদেরা তার এলাকার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পরিচালনা পরিষদের সভাপতি হ রেন। গত তিনটি সরকারের আমলে দেখা গেছে, স্থানীয় সাংসদেরা নিজেদের রাজনৈতিক, আর্থিক ষ্ঠীগত স্বার্থে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর ওপর তাদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেছেন। ফলে শিক্ষার পরিবে ষিত হয়েছে, শিক্ষার মানের ওপর এর প্রভাব পড়েছে।

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে রাজনৈতিক প্রভাব থেকে মুক্ত রাখতে ও শিক্ষার মান বজায় রাখতে ক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর পরিচালনা পরিষদের সভাপতি বা চেয়ারম্যান পদে শিক্ষাবিদদেরই মনোনয় ওয়া উচিত। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোকে রক্ষা করতে হলে এর কোনো বিকল্প নেই। আমরা কোনো স্থানী সদকে আর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর পরিচালনা পরিষদের সভাপতি হিসেবে দেখতে চাই না।